সানরাইজ ফিল্মস

যদু ভট্ট

সান্‌রাইজ পিক্‌চার্সের

সশ্রদ্ধ নিবেদন

* যদু ভট্ট *

পরিচালনা—**নীরেন লাহিড়ী**

কাহিনী ও চিত্রনাট্য—**নিতাই ভট্টাচার্য্য**

সঙ্গীত পরিচালনা—**জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ**

গীতি-মালা—রবীন্দ্রনাথ, মীরাবাই, যদু ভট্ট ও অজ্ঞাত
এবং গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও প্রকাশ

চিত্রশিল্পী—বিজয় ঘোষ
শব্দযন্ত্রী— জগন্নাথ চ্যাটার্জ্জী
সম্পাদনা—সন্তোষ গাঙ্গুলী

শিল্প-নির্দ্দেশ— সুধীর খান
রূপ সজ্জা— বসির আমেদ
ব্যবস্থাপনা— তারক পাল

সহকারীগণ—

পরিচালনায়—সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়
সতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদনায়— রমেন ঘোষ
ব্যবস্থাপনায়—সুবোধ পাল
দৃশ্য সজ্জায়— জগবন্ধু সাউ,
সুকুমার দে,
যোগেশ পাল।

চিত্রশিল্পে— দিলীপ মুখার্জ্জী
শব্দযন্ত্রে— শৈলেন পাল
রূপসজ্জায়— বটু গাঙ্গুলী, রমেশ দে
আলোক সম্পাতে—সুধাংশু ঘোষ
নন্দ মল্লিক,
শম্ভু ঘোষ,
নারায়ণ চক্রবর্ত্তী।

স্থিরচিত্রঃ **ষ্টিল ফটো সার্ভিস**

চিত্র পরিস্ফুটনঃ **ইউনাইটেড সিনে লেবরেটরী**

ন্যাশনাল সাউণ্ড ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত

পরিবেশকঃ নন্দন পিক্‌চার্স লিঃ

৬৩, ম্যাডান ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দেশের এই প্রখ্যাত সঙ্গীত-শিল্পীগণ "যদু ভট্ট" চিত্রের সঙ্গীত-মহোৎসবে অংশ গ্রহণ করেছেনঃ

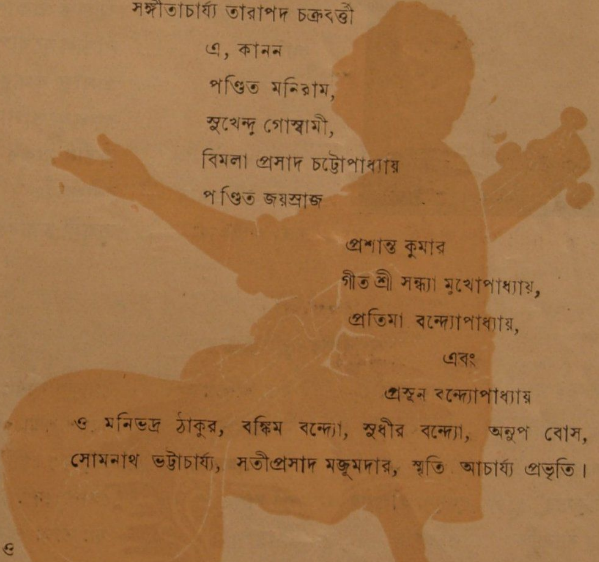

কণ্ঠ সঙ্গীতেঃ

সঙ্গীত রত্নাকর শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,
মৈনুদ্দিন ডাগর,
সঙ্গীতাচার্য্য তারাপদ চক্রবর্ত্তী
এ, কানন
পণ্ডিত মনিরাম,
সুখেন্দু গোস্বামী,
বিমলা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
পণ্ডিত জয়স্রাজ

প্রশান্ত কুমার
গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়,
প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়,
এবং
প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়

ও মনিভদ্র ঠাকুর, বঙ্কিম বন্দ্যো, সুধীর বন্দ্যো, অনুপ বোস, সোমনাথ ভট্টাচার্য্য, সতীপ্রসাদ মজুমদার, স্মৃতি আচার্য্য প্রভৃতি।

ও

যন্ত্র-সঙ্গীতেঃ

পণ্ডিত রবিশঙ্কর
কুমার বীরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী
জনাব কেরামতুল্লা
,, সগীরুদ্দিন
পরিতোষ শীল
দক্ষিণামোহন ঠাকুর
কানাইলাল দত্ত
প্রতাপ মিত্র

যদু ভট্ট

চরিত্র লিপি

যদু ভট্ট	....	বসন্ত চৌধুরী
ঐ (ছোট)	....	সমর কুমার
গদাধর চক্রবর্ত্তী	....	ছবি বিশ্বাস
রাম শঙ্কর ভট্টাচার্য্য	....	অজিত প্রকাশ
আলি বক্স	....	নীতীশ মুখোপাধ্যায়
শব্বীর খাঁ	....	প্রশান্ত কুমার
কাশেম আলি	....	রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ	...	ব্রতীন ঠাকুর
বালক রবীন্দ্রনাথ	....	রবীন্দ্রনাথ
যাত্রা অধিকারী	...	তুলসী চক্রবর্ত্তী

অপরাপর ভূমিকায়ঃ

কালী গুহ	রূপেন মিত্র	সত্য বন্দ্যোঃ	গোকুল মুখোঃ
নরেন চ্যাটার্জি	রতন ব্যানার্জি	নরেন্দ্রনাথ	গণেশ শর্ম্মা
গণেশ দত্ত	নীতীশ ব্যানার্জি	ধীরেন রায়	শম্ভু কুণ্ডু
দীপ্তিকুমার	অমূল্য হালদার	পূর্ণ দাশ	গোপী দে
বিপ্লব ব্যানার্জি	সাতকড়ি	বিনয়	মাঃ তাজা ও কাল্লু
পটল সাহা	রমেশ সেন	ভবেশ মুখোঃ	....

স্ত্রী চরিত্রঃ

ঝিন্নান	....	অনুভা গুপ্তা
রাবেয়া	....	যমুনা সিংহ
রতন বাই	....	রাণী বন্দ্যোঃ
বেগম সাহেবা	....	অপর্ণা দেবী

ও আশেপাশে—অনিমা, কনক, মহামায়া, শান্তি, দেবলা, বেবী, লতিকা, অঞ্জলি।

ভূমিকা

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছিলেন—বাঙ্গালী আত্মবিস্মৃত জাতি। আমাদের জাতীয় সম্পদ ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে আমরা বড় উদাসীন। তার এক জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত—বাংলার দিগ্বিজয়ী সঙ্গীত-নায়ক শ্রুতিধর যদুনাথ ভট্টাচার্য্য।

অথচ মাত্র একশো বছর আগেই ভারতের সঙ্গীত-গগনে তিনি মধ্যাহ্ন ভাস্করের মতো একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। শুধু সে জন্যেই তিনি উত্তরকালের স্মরণীয় নন। সেদিনের ভারতে উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত সমাজে অবজ্ঞাত বাঙ্গালী গুণীদের জন্যে, বাংলার জন্যে তিনি নিজ প্রতিভা ও চেষ্টার বলে জয় করেছিলেন এক গৌরবের আসন। যে 'যদু ভট বা ভট্ট' নামে তাঁর পরিচিতি—সেটাও বাংলার বাইরেই অর্জ্জিত। বাংলার প্রতিভার স্বাক্ষর স্বরূপ তিনি প্রায় ছ'শোটি হিন্দী গানও ভারতকে উপহার দিয়ে গিয়েছেন—যা মার্গ-সঙ্গীতের অপরিহার্য্য অঙ্গরূপে আজো বহুল প্রচলিত।

আর—তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের গানের গুরু। রবীন্দ্রনাথ মুক্তকণ্ঠে তাঁর প্রভাব স্বীকার করে গিয়েছেন—'তাঁর কাছে যে মল্লার শিখেছিলাম তা' আমার সমস্ত বর্ষার গানকে আপ্লুত ও স্পন্দিত ক'রেছে।'

লোকোত্তর এই প্রতিভার সম্যক পরিচয় চলচ্চিত্রে—বা একটিমাত্র চলচ্চিত্রে দেওয়া সম্ভব নয়। এক বরেণ্য বাঙ্গালীর স্মৃতি-তর্পণই এই সামান্য ছবির আকিঞ্চন।

অনিবার্য্য কারণেই এর দু' এক জায়গায় কল্পনার সাহায্য নিতে হ'য়েছে।

কাহিনী—

সে আজ প্রায় দেড় শো বছর আগেকার কথা।

বিষ্ণুপুররাজের সভাগায়ক ভারতের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে সিদ্ধ গদাধর চক্রবর্ত্তী এসেছিলেন কাশীর প্রসিদ্ধ নিখিল ভারত 'মহাসঙ্গীত সম্মেলনে' গান গাইতে। কিন্তু আসরে বসবারই সুযোগ পেলেন না। ভগ্নহৃদয়ে তাঁকে ফিরতে হলো—লাঞ্ছনা, বিদ্রূপ মাথায় নিয়ে। বাঙ্গালী আবার গান গাইবে কি? তারা গায় তো কীর্ত্তন, বাউল!

গদাধরের সঙ্গে ছিলো এক সুলক্ষণ কিশোর। সঙ্গীতে জন্ম থেকেই তার অসামান্য প্রতিভা দেখে তিনি তার সঙ্গীত শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। গুরুর এ অপমানে ব্যথিত বালক প্রতিজ্ঞা করলো সেদিন—নিজের গুণে বাঙ্গালীকে, বাঙ্গলাকে ভারতের সঙ্গীত-সমাজে প্রতিষ্ঠিত ক'রে একদিন এই অপমানের প্রতিশোধ নেবে। বালকের নাম যদুনাথ ভট্টাচার্য্য।

সুরু হলো চমকপ্রদ এক ব্রত-সাধনা আর ব্রত-উদযাপন। বাঙ্গালীর জাতীয় ইতিহাসে যে এক বিচিত্র অধ্যায়! প্রতিটি ছত্র তার রসে, রোমাঞ্চে নাটকের মতোই আবিষ্টকর। ঘরের শিক্ষা বালকের দুদিনেই শেষ হ'লো। চললো সে বাইরের সম্পদ জয় করতে। কিন্তু বাঙ্গালী তখন ভারতের উচ্চাঙ্গ হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের আসরে অপাংক্তেয়, অবজ্ঞাত। পশ্চিমের ওস্তাদরা তাদের কাউকে শেখাতে পর্য্যন্ত নারাজ। যদুকে চুরি করেই তাদের বিদ্যা অর্জ্জন করতে হ'লো। অদ্ভূত তার প্রতিভা—একবার মাত্র যা শোনে তাই আয়ত্ত করে ফেলে। তাই ভারতের তখনকার শ্রেষ্ঠ গায়ক 'আবতাব-এ-মৌশিকী' আলি বক্স যখন তার পরিচয় পেলেন ততোদিনে মালীর ছদ্মবেশে সে তাঁর সবটুক গুণই আয়ত্ত করে ফেলেছে! আলি বক্স তাকে তাঁর একমাত্র ছেলের সঙ্গে নিজ ঘরাণার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি বলে স্বীকার ক'রে নিলেন।

কিন্তু যদুর মন ভরলো না। সে হিন্দুস্থানী গায়কদের নিষ্প্রাণ কুশলতাটুকু অবলীলাক্রমেই আয়ত্ত করে ফেলেছে, কিন্তু সুরের মর্ম্মের সন্ধান এখনো পায় নি। সে যে অসামান্য—ভাবুক, স্রষ্টা। তার লক্ষ্য অন্য। অতৃপ্ত চিত্ত নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে দেখা হলো ঝিন্নন বাইয়ের সঙ্গে। এক দেওয়ানা গায়িকা। সঙ্গীতের লোকোত্তর রাজ্যের বিহারিণী—তাই একা। যেন যদুর প্রতীক্ষাতেই সে ছিল। ভাব ও সুরের গঙ্গা-যমুনার দুই ধারার তৈরী হ'লো নতুন এক স্রোত। অদম্য, প্লাবিনী।

সাধনার শেষে ব্রত-উদযাপনের অভিযান। আরো বিচিত্র, আরো রোমাঞ্চকর। নানা বিরুদ্ধতা, প্রতিকূলতা। পথে পথে তার ছায়া-সঙ্গিনীর মতো রইলো ঝিন্নন। তার একাগ্র প্রেরণা, উৎসাহ। যদুর জয় যে তারো স্বপ্নের জয়। সারা ভারত বিমূঢ় বিস্ময়ে চেয়ে থাকে এই দিগ্বিজয়ী বাঙ্গালী সুর-সাধকের অদ্ভূত পরিক্রমার দিকে। ভারতের যেখানেই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসর, সেখানেই যদু ভট্টের আবির্ভাব। সেখানেই তার জয়জয়কার। দিল্লী, লাহোর, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ, গোয়ালিয়র, কাশী, পঞ্চকোট থেকে ত্রিপুরা। হিন্দুস্থানের শ্রেষ্ঠতম গায়কদের একে একে তার সামনে মাথা নত করতে হলো। 'যদু ভট বা ভট্ট'তে রূপান্তরিত তার নাম প্রবাদের মতো ঘরে ঘরে ফিরতে লাগলো। এলো বহু অভিনন্দন, দুর্লভ খেতাব। 'রঙ্গনাথ', 'তানরাজ', 'সুর-সাগর', 'সঙ্গীত রত্নাকর'। তার কাছে পরাস্ত ভারতের তখনকার দিনের অদ্বিতীয় 'রবাবী' কাশেম আলি তার প্রতিভায় বিমূঢ় হ'য়ে ব'লে উঠলেন—তুমি যদু নও, যাদু!

গদাধর চক্রবর্ত্তী এতোদিনে বৃদ্ধ হয়েছেন। রোগ শয্যায় শুয়ে দিন গুনছেন—কবে যদুনাথ কাশী মহাসঙ্গীত সম্মেলনে তাঁর অপমানের প্রতিশোধ নেবে। দীর্ঘ সাত বছর পরে এলো মহালগ্ন। কিন্তু তার আগেই এমন অকল্পিত বাধা এসে দাঁড়াবে কে জানতো? এলো তা পঞ্চকোটের মহারাজের দরবারে। 'আফতাব-এ-মৌশিকী' আলি বক্সের একমাত্র ছেলে যদুর কাছে নিজ পিতার ঘরাণার গানে পরাস্ত হয়ে আত্মহত্যা করলো। মর্ম্মাহত পিতার কাছে যদু জন্মের মতো গান ছেড়ে দেবার প্রতিজ্ঞা ক'রে বসলো প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ।

একদিন রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাকেও দীপ্ত ক'রবে যে দীপ—তা'র এমনি অকাল-নির্ব্বাণই কি ছিলো ভাগ্যের অভিপ্রেত?

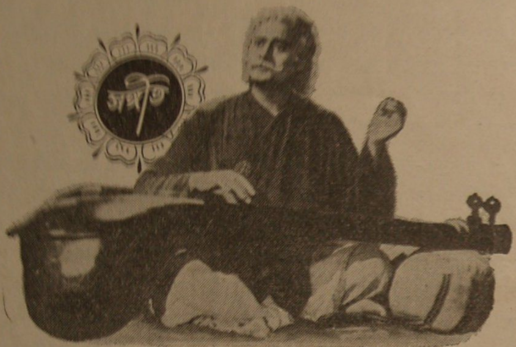

(১

(ভৈরবী)—
বাবুল মোরা নৈহর ছুটোহি জায়
চার কহার মিল ডুলিয়া সজায়ে
মোরা অপনা বেগানা ছুটোহি জায়

(২)

(দেশ)—
রঙ্গ ঝোরি লাগিরি যা ব্রজমে
ফাগুন মাস শ্যামা শ্যাম বিহারী
একন সে এক ছিন লেত আবীর
ঝোরি লাল গুলাল নারী।

(৩)

(দরবারী কানাড়া)—
রাধারমন মদনমোহন মাধব মুকুন্দ মুরারী
মধুসূদন মনোহর ময়ূরপুচ্ছধারী
কৃষ্ণ কেশব কানহ্ কালীয়মদমর্দ্দন
কংসারাতি, কংসহা কাল কমলাপতি
শ্রীকণ্ঠ দনুজারি হরি।

(৪)

(কাম্বোজী)—
মানস হঁ ত ওহি রসখান
বসঁ বৃজ গোকুল গাঁওকী গোয়ালন
যো পশুহঁ ত কহা বসমে রো
চরণ নিত নন্দকী ধেনু মঝারন্ !

(৫)

(মেঘ)—
গগনে গরজত চমকত দামিনী
পবন চলত সন নন নন রস।
বুঁদন বরসে মনবা লরজে
পিয়া বিন কছু না সুহাবে।
উমড ঘুমড ঘির আঈ বদরিয়া
ঘোর ঘোর আঈ গরজন লাজে—
ঝিংরুবা বোলত ঝন নন নন রস।
বুঁদন বরসে মনুয়া লরজে
পিয়া বিন কছু না সুহাবে।

(৬)

(আড়ানা)—
জৈসে করোগে তুম বৈসে
পাওগে ফল—
দাতা বিধাতা কী য়হী হৈ
রীতি অটল।

—প্রকাশ

(৭)

(ভৈরবী)—
হো সোনা মান ন করিবে
রত্ন দাঢ়ে নাড় ডরিবে।
পী প্যালা মধ শিখা শোরিবে মিঞা
সমহল সমহল পগ ধরিবে

(৮)

(খট)
কৌন খেলে হোরী তোসে কৃষ্ণ কন্হৈয়া
সগর নর নরিয়নসে তুতো করত চৌরফার।
কছু কহত ওর মুখ মীঁজত
লিপট লিপট লিপটোহী আয়ে—
কা কহুঁ তোসে সমঝ ৎর
মুখপে দেত কাহে গারী।

(৯)

(মিশ্র সিন্ধুড়া)—
আশা দীপ নিভিল ঝড়ে
তমসায় পরাণ ভরে।
কুলে এসে ডুবিল তরী
কোথা দিশা খুঁজিয়া মরি—
পারাবার পার কে করে?

—গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

(১০)

(ভৈরব)—
জাগো মোহন প্যারে
সাবরী সুরত মোহে মন রিঝাওবে।
সুন্দর শ্যাম হমারে
প্রাত সময় উঠ ভানু উদয় ভয়ো
গ্বাল বাল সব ভূ পতিয়ায়ে।
তুমহারে দরশকে কাজ ঠারে
উঠ উঠ নন্দকিশোর।

(১১)

(ভীমপলশ্রী)—
গোর মুখসে মোরে মন ভাবে
গুপচুপ দরশন অতহি সুহাবে।
নয়ন মৃগসম চন্দ্রমুখী—
বদন কমল অত সদারঙ্গ মন জাবে।

(১২)

(সামন্ত সারং—তেওড়া)
শ্যাম সুন্দর আজ বঁসিয়া বাজাবে
সুন সুন বন্সী তনমন বিসরায়ে সখি।
জমুনাকী রুকত বার তরুবনকী ঝুকত ভার—
ধেনু সুখ ধায়ে ভায় ধুনমে মন লায়ে সখি।

(১৩)

(দরবারী কানাড়া)—
মালনিয়া বন্দনবার বাঁধোরি বাঁধো
সব মিলেকে মহম্মদ শা প্যারেকে ঘর কাজ !
সদা রঙ্গিলে তানন সোঁবধাবা গাবো
সুভ সাথ সে আজ !

(১৪)

(মিশ্র বাগেশ্রী)—
সুন্দর হে বুঝি এলে মম অন্তর অঙ্গনে !
চরণের ছায়াটুকু ফেলে তুমি এলে—
আন সুর আন নব ছন্দ মোর ভুবনে।
জাগাও ফুল গন্ধ—
আজি গানের বাণীতে নব প্রাণের
প্রেরণা দাও ঢেলে।
তাই যেন বাজে বাঁশী অঙ্গে
মনে ফাগুন জাগিল কত রঙ্গে
আজি মিলন রজনী নভে তারার
প্রদীপ দিল জ্বেলে।
—গৌরী প্রসন্ন মজুমদার

(১৫)

(ভজন-ভৈরবী)—
মৎ জা, মৎ জা, মৎ জা জোগী
পাঁব পড়ুঁ, মৈঁ চেরী তেরী……
—মীরাবাই
প্রেম ভকতি কোন গোপন সাধন
তুমি তারই মন্ত্র দিয়ে যাও যোগী—
ফিরে চাও, ফিরে চাও, ফিরে চাও !
অগুরু চন্দনে রচিনু এ চিতা
তুমি আপনার হাতে জ্বালাও—
পূণ্য দহনে মোর তনু হলে ছার
তব অঙ্গে বিভূতি লাগাও—
ফিরে চাও, ফিরে চাও,
ফিরে চাও যোগী।
মীরা কহে প্রভু গিরিধারী নাগর
জ্যোতিতে জ্যোতি মিলাও—
ফিরে চাও, ফিরে চাও,
ফিরে চাও যোগী ॥
—প্রকাশ

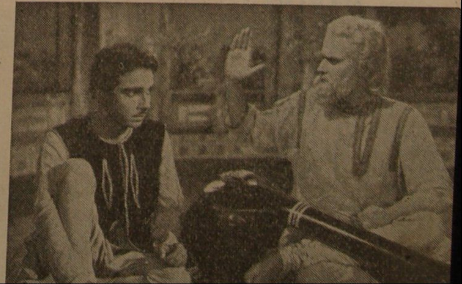

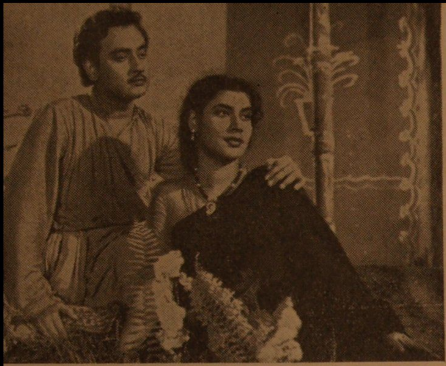

(১৬)

(বৃন্দাবনী সারং—তেওড়া)—
জয় প্রবল বেগবতী সুরেশ্বরী
জয়তি জয় গঙ্গে—
ত্রিজগত তারিণী জগৎ-কলুষ
নাশিনী পার্ব্বতী।
—যদু ভট্ট

(১৭)

(চৈতী-ঠুংরি)
আব সৈঁয়া কেয়া করে আঁই হায়
চৈত বিতি যাই হায়।

(১৮)

(কৌশিক ধ্বনি)
মন্দিরে মোর প্রভু বিরাজো !
কুসুম দীপ ধূপে পূজি গো তোমায়—
মনোবীণাতে আনন্দে বাজো !

(১৯)

(বাহার— তেওড়া)—
আজু বহত সুগন্ধ পবন
সুমন্দ মধুর বসন্ত মে।
হর মকুর পর
যুথ মধুপ মদহর
নিরত কর রব কুঞ্জমে।
কহি কোয়েলিয়া কুহু কুহু করহি
আমোয়াকে ভাবে রঙ্গমে।
কহি বেলী চামেলী গুলাব গেঁদা
চম্প রঙ্গ বিরঙ্গমে॥
—যদু ভট্ট

(১৯ক)
পাল তুলে দিনু পাড়ি—
যেতেই হবে।
কাণ্ডারী ওগো তুমি
পাশেতে রবে॥
বিভাবরী অবসান—
অসীমে মিলিল প্রাণ,
রবিকর হাসে ঐ
দূর নভে॥
—গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

(২০)
(শঙ্করা)—
জাগো মা কালী কপালিনী
জাগো এলোকেশী মুণ্ড মালিনী !
মর্ত্তে আজি মা মুক্তি আনো
অশিব দলনে খড়্গ হানো!—
জাগো করালিনী দীন পালিনী মা !
দাও মা শৌর্য্য, মর্ম্মে ভক্তি
জাগাও জননী কর্ম্মে শক্তি—
অন্ধ আত্মা খুঁজিছে শান্তি
মুছাও অশ্রু ঘুচাও ভ্রান্তি।
নিরাশার মাঝে আনো মা তৃপ্তি
জ্বালাও পরাণে জ্ঞানের দীপ্তি।
আজি মা তোমারই মন্ত্রবলে
বিশ্বে যেন গো অগ্নি জ্বলে—
জাগো বরাভয়া রূপশালিনী মা।
—গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

(২১)
(গৌড় মল্লার)
বরসে মেহরবা বড়ী বড়ী বুদন সোঁ—
কারে কারে বাদরা গরজে ডর পাবে
পিয়া বিনা জিয়রা লরজে।

(২২)
(দেশ-ঠুংরি)—
মিনতি রাখো ঘনশ্যাম—
ক'রোনা ছলনা আর
তোমারে সঁপিয়া প্রাণ
গেল কুল গেল মান—
ও মধু বাঁশীর ডাকে
কলঙ্কিনী হলো নাম।
—গৌরী প্রসন্ন মজুমদার

(২৩)
(ভাটিয়ার)—
সকল সুখ ধাম জগমে তেরো নাম।
সংকট কটে মহিমা রটে
জপে নরনার জো আধোঁ জাম।
—প্রকাশ

(২৪)
(কাফি—সুর ফাঁকতাল)
রুম ঝুম বরসে আজু বদরোয়া……
—যদু ভট্ট

(২৫)
শূণ্য হাতে ফিরি হে নাথ, পথে পথে,
ফিরি হে দ্বারে দ্বারে—
চর ভিখারি হৃদি মম নিশিদিন চাহে কারে॥

চিত্ত না শান্তি জানে, তৃষ্ণা না তৃপ্তি মানে
যাহা পাই তাই হারাই, ভাসি অশ্রুধারে॥

সকল যাত্রী চলে গেল, বহি গেল সব বেলা,
আসে তিমির যামিনী, ভাঙ্গিয়া গেল মেলা—

কত পথ আছে বাকি, যাব চলে ভিক্ষা রাখি,
কোথা জ্বলে গৃহ প্রদীপ কোন সিন্ধুপারে॥

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

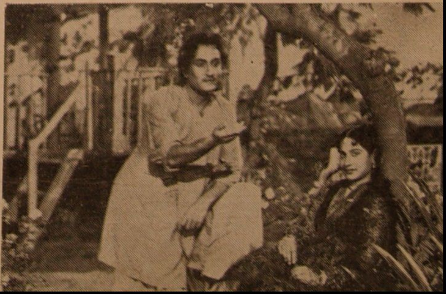

নন্দন পিকচার্স লিঃ-র

পরবর্ত্তী—ছবির মতো ছবি

বি. এন. সরকারের
প্রযোজনায়

বিমল মিত্রের

বিশিষ্ট হবে
এর শিল্পী সমাবেশ !

নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিওতে নির্ম্মীয়মান

নন্দন পিকচার্স লিঃ কর্ত্তৃক ৬।৩, ম্যাডান ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩ হইতে প্রকাশিত
ও জুবিলী প্রেস, ১৫৭।এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ।